ইসলামী আদালত
(৫)
ছবি-প্রেম

আব্দুল হামীদ মাদানী

অনেক যুবকের অভ্যাস আছে, কোন এক সুন্দরীর ছবি পেলে তা যত্ন সহকারে কাছে রাখে অথবা নিজের বাস-রুমে সাজিয়ে রাখে অথবা লুকিয়ে রাখে। হয়তো বা তারা তা দিয়ে দুধের সাধ ঘোলে মেটায়! পক্ষান্তরে ইসলামী শরীয়তে যা দেখা হারাম, তার ছবিও দেখা হারাম। অপ্রয়োজনে (প্রাণীর) ছবি তোলা হারাম, ছবি আঁকা হারাম, বাঁধানো ও টাঙ্গানো হারাম।

অনেক যুবক পয়সার ধান্দায় কাজের সন্ধানে জামে মসজিদের সামনে বসে থাকে। যাদের কাজের জন্য সাময়িকভাবে লেবারের দরকার, তারা সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কাজ করায়; যদিও এখানকার আইনে তা নিষিদ্ধ। যেহেতু এক কাজের ভিসায় এসে কেউ অন্য কাজ করতে পারে না। একজনের ভিসায় এসে তার লিখিত অনুমতি ছাড়া অন্যের কাজ করতে পারে না।

একদিন এক সঊদী তার বাড়ির কাজের জন্য কিছু লোককে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাড়ির পালঙ্ক-আলমারী সরাবার কাজে লাগাল। আলমারীর উপরে বাড়ি-ওয়ালার স্ত্রীর বাঁধানো ছবি ছিল। বাড়ি-ওয়ালা হয়তো খেয়াল ক'রে সরিয়ে নেয়নি। এদের মধ্যে একজন কোন্ ফাঁকে সেই ছবি ফ্রেম থেকে বের ক'রে নিজের পকেটে ভরে নিল।

কাজ প্রায় শেষ হওয়ার আগে বাড়ি-ওয়ালার মনে পড়েছে ছবিটার কথা। চট্ ক'রে এসে লেবারদেরকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঐ রুমে আলমারীর উপর একটা ছবি ছিল, সেটা কোথায়?'

সকলেই এক বাক্যে বলল, 'আমরা দেখিনি।'

বাড়ি-ওয়ালা সুনিশ্চিতরূপে জানে যে, ছবিটা ঐ ঘরেই ছিল। এরা ছাড়া সেই ছবি কেউ গোপন করতে পারে না। তাছাড়া ফ্রেম পড়ে আছে, তাতে ছবি নেই। নিশ্চয় এ কাজ তাদেরই কারো।

আবারও বাড়ি-ওয়ালা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, ধমক দিল, পুলিশের ভয় দেখাল, কিন্তু কোন লাভ হল না। অবশেষে রেগে রেগে সকলের পকেট চেক করতে লাগল। ধরা পড়ে গেল আসামী।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন ক'রে তাকে পুলিশের হাওয়ালা ক'রে দেওয়া হল।

প্রথমে অনুবাদের জন্য থানায় ডাকা হল। সেখানে কেউ কোন অপরাধ অস্বীকার করলে অথবা ধানাই-পানাই করলে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হয়। মারের ভয়ে অনেকে অপরাধ না করলেও স্বীকার ক'রে ফেলে। এ অবশ্য স্বীকার ক'রেই ফেলেছিল। রিপোর্ট লেখাবার জন্য আমার সহযোগিতায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। আর তাতে যে গাল-মন্দ হয় না---তা নয়।

মামলা গেল কোর্টে। আসামী বারবার আমাকে বলে, 'আমাকে বাঁচান হুজুর! আমি নতুন কয়েক মাস এসেছি। এতে কি জেল হতে পারে?'

আমি বলি, 'আমি দোভাষী মাত্র। আমি তো উকিল নই। বাড়তি কথা বললে আমার সমস্যা আছে। আপনি সত্য কথা এবং এক রকম কথা বলবেন।'

বিচার আসনে বসে কাযী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বাড়ি-ওয়ালার এক মহিলার ছবি ফ্রেম থেকে বের ক'রে নিজের পকেটে রেখে অস্বীকার ক'রেছিলে?'

সে বলল, 'জী হ্যাঁ।'

--কোন্ উদ্দেশ্যে?

--দেখব বলে।

--তুমি কি জান না যে, পরনারীর ছবি দেখা হারাম?

--জানি। কিন্তু শয়তানের চক্রান্তে ভুল হয়ে গেছে। আমাকে মাফ ক'রে দিন। আমি আর কোনদিন করব না।

--কোর্ট কি মাফ করবার জায়গা। এটা হল উচিত সাজা পাওয়ার জায়গা। তোমার এক মাস জেল, ৩০ চাবুক এবং তারপর সফর।

আসামী আকাশ থেকে পড়ে কাঁদ কাঁদ অবস্থায় আমাকে বলল, 'এর জন্য এত কঠিন সাজা?'

আমি বললাম, 'তবেই তো আপনার মত বেওকুফী আর কেউ করবে না।'

আসলে সঊদীরা মহিলার ব্যাপারে বড় ঈর্ষাবান। আপনার পরিচিত লোক, কিন্তু তার সঙ্গে কোন মহিলা থাকলে তাকে দূর থেকে সালাম দিতে পারেন। কাছে থেকে সালাম-কালাম তাদের নিকট অপছন্দনীয়।

এখানকার মহিলারা আপাদ-মস্তক ঢেকে রাখে, অনেকে হাতে দস্তানা ও পায়ে মোজাও ব্যবহার করে। পর্দার সাথে মার্কেটে এলে দোকানদারও বড় আদবের সাথে কথা বলে। নচেৎ দূর থেকে কোন 'আম্র বিল-মা'রূফ অন-নাহয়ু আনিল মুনকার'-এর ভ্রাম্যমান জওয়ান কোন অস্বাভাবিক আচরণ দেখে ফেললেই মুশকিল।

এক মহিলা হাসপাতালে কাজ করে। তার সাথে এক যুবকের দূরালাপ হয়, ভালবাসা হয়। যুবক তার ছবি চেয়েছে। কিন্তু তাকে ছবি দেবে কিভাবে? এমন কাজের মহিলাদেরকে কোন অশুভ পরিণামের ভয়ে ভিলার ভিতরে তালাবদ্ধ রাখা হয়। সপ্তাহে একদিন বাজারে আসার সুযোগ দেওয়া হয়। সেই সুযোগ গ্রহণ ক'রে মহিলা তার ছবি একটি খামে ভরে যুবকের সঙ্গে যুক্তি ক'রে বলে, 'অমুক দোকানের সামনে খামটি রেখে চলে গেলে সে যেন তা কুড়িয়ে নেয়।'

কথামতো মেয়েটি তাই করল। দূর হতে সেই সতর্ক দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ঐ খামটার দিকে। সেই যুবক আসার আগে পুলিশ গাড়ি নিয়ে এসে খামটা তুলে নিয়ে ঐ মেয়ের পিছনে ধাওয়া ক'রে তাকে গাড়িতে উঠতে বলল। দলের আরো ৩ জন মহিলাকে তুলে নিয়ে অফিসে গেল। অনুবাদের জন্য আহূত হলাম আমি।

অফিসে তাদের ব্যাগ নিয়ে তল্লাশী নেওয়া হল। তাতে পাওয়া গেল আরো কিছু ছবি এবং চিঠি। চিঠি এসেছে ঐ যুবকের তরফ হতে। আমাকে অনুবাদ করতে বলা হল। যার শুরুতে লেখা ছিল, 'ও আমার বেহেশ্‌তী ফুল জরিনা!'

ছবির মধ্যে একটি ছবি ছিল ঐ মহিলার সঊদী কনের বেশে। তার গায়ে ফুলশয্যার আরবী ড্রেস ছিল, যার দাম আমাদের মুদ্রায় প্রায় ৬০/৭০ হাজার টাকা। ফুল হাতে মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশেই ঐ যুবক দাঁড়িয়ে আছে বিয়ের সাজে!

তাহলে কি ওদের বিয়ে হয়ে গেছে? না, তা নয়।

তাহলে কি স্টুডিওতে গিয়ে ওরা পাশাপাশি ঐভাবে ছবি তুলেছে?

জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানা গেল, তাও না।

--তুমি কি ওর সাথে কোনদিন সাক্ষাৎ করেছ?

--একবার পাণ্ডা সুপার মার্কেটে মার্কেট করতে করতে। কেবল মুসাফাহা হয়েছিল!

--আর কিছু, অন্য কোনদিন।

--আল্লাহর কসম হুজুর! কুরআন হাতে দিন, আর কিছু নয়, অন্য কোনদিন নয়।

--তাহলে ছবিটা ঐভাবে তুললে কিভাবে?

--বুঝেন না হুজুর! কম্পিউটারের কারসাজি।

আমি বললাম, 'বুঝব কি ক'রে? দুনিয়ার অনেক কিছু বুঝতে বাকী আছে আমাদের। তার মানে কি আপনারা ইয়ে ক'রে বিয়ে করবেন?'

--হ্যাঁ, সেই রকমই ইচ্ছা আছে।

এ কথা বলার সাথে সে মুচকি হাসল কি না---তা বুঝা গেল না। কারণ তার চেহারা বোরকার নেকাবে ঢাকা।

তার ব্যাগে একটা ক্যাসেটও ছিল। সেই ক্যাসেট বাজিয়ে আমাকে অনুবাদ করতে বলা হল। তাতে ছিল অনেক আবেগপূর্ণ প্রেম-ভালবাসার কথা। প্রেমিকা বলেছে প্রেমিককে। সেসব কথা লিখে কারো কোন উপকার নেই।

সাজা কি হল?

মহিলার কেস তো। প্রথমবারের মত সতর্কবাণীর সাথে মুচলেকা লিখে সই করানো হল। দ্বিতীয়বার যদি ধরা পড়েছ অথবা কোন যুবকের সাথে যোগাযোগ করেছ, তাহলে চাবুক মেরে সফর করিয়ে দেওয়া হবে।

মহিলা বলল, 'এই নাকে-কানে হাত দিচ্ছি হুজুর! আর কোনদিন ও কাজ হবে না। বাব্বারে যে কড়া আইন!'

অতঃপর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হল এবং তাদের সকল ছবি, চিঠি ও ক্যাসেট পুড়িয়ে ফেলা হল।

তারপরেও কি প্রেমের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ আছে? টাকা খরচ ক'রে দেশ থেকে নকল নিকাহ-নামা আনিয়ে নিচ্ছে অথবা টেলিফোনে বিয়ে পড়িয়ে নিকাহ-নামা আনিয়ে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে সংসার করছে।

সর্বত্র জয় যেন অবৈধ প্রেম-ভালবাসার। কিন্তু দেশের আইনকে ফাঁকি দিয়ে পাপ করলেও আল্লাহর কাছে তো ফাঁকি চলবে না।